35

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...14 APR 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ২.....

আঞ্চলিক সহযোগিতা

সার্কের মহাসচিব নাইম হাসান ঢাকায় পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন, সার্ক আগামী দশকে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম, বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করবে। তিনি সার্ক সচিবালয়কে সংগঠনের বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপযোগী করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম সার্ক দ্বিতীয় দশকে পদার্পণ করেছে। সময়ের নিরিখে সার্কের অর্জন বা সাফল্যের মূল্যায়ন করতে চাইলে খুব বেশী আত্মপ্রসাদ অনুভব করা এ অঞ্চলের মানুষদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এই ফোরামের সদস্য সাতটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে বেশ জটিলতা রয়েছে—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এসব জটিলতা অতিক্রম করে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম খুব বেশী দূর টেনে নেয়া সহজ কথা নয়, একথাও সত্যি। তবে সবকিছুর পরও সার্ককে নিষ্ফলা সংগঠন বলা যাবে না। সংগঠনের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন। শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে স্বাস্থ্য সংস্কৃতি বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কে এই এলাকায় ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে সহযোগিতা বলতে মূলত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা বোঝায়। এক্ষেত্রে সার্কের উল্লেখযোগ্য কাজ সাপটা—সাউথ এশিয়ান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড অ্যারেঞ্জমেন্ট। গত ডিসেম্বর মাস থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। এর আওতায় সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে সহজশর্তে বা শুল্কমুক্তভাবে বিভিন্ন পণ্যে বাণিজ্য করবে। গত মাসে কলম্বোর সরকারী পর্যায়ের বৈঠকে ২২২টি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি হয়েছে। এ তালিকা নিশ্চয় চূড়ান্ত নয়। সব পক্ষ এ তালিকায় হয়ত সমান সন্তুষ্টও হয়নি। তবে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এ আশার কথা। এই প্রক্রিয়ায় যেসব দেশের ঘাটতি বাণিজ্য রয়েছে তাদের সাহায্য করার লক্ষ্য থাকবে বলে আমরা আশা করব। ভারত ও পাকিস্তানের মত এ অঞ্চলের অগ্রসর দেশগুলিকে বাজার উন্মুক্ত করার বিষয়ে আরও উদার মানসিকতা প্রদর্শন করতে হবে। বাংলাদেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে যে বাজার পায় ভারত বা পাকিস্তানে তা পায় না। আঞ্চলিক সহযোগিতার যথার্থ বিকাশ হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত।

সার্কের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় বলেই আমরা বিশ্বাস করি। দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ যথাসাধ্য করবে। সার্ক মহাসচিব নাইম হাসান বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সার্ক গঠনে বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সার্কের বিকাশের পথ সুগম করার লক্ষ্যেও বাংলাদেশ সক্রিয় থাকবে বলেই আমরা আস্থা রাখি।